রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিতা এবং এলিয়ট : সম্পর্কের সূত্রপাত ও স্বরূপ

বাংলায় এলিয়ট জনপ্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করেন বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শেষের দিকে কোনো একটি সময়ে। ১৯১৭ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর Prufrock and Other Observations, লন্ডন থেকেই Poems ১৯১৯-এ। এরপর এ কাব্যগ্রন্থ ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত হয়েছে আবার। ওদিকে লন্ডনে একই বছরে ছাপা হয়ে বার হচ্ছে এলিয়টের শ্রেষ্ঠ সমালোচনা প্রবন্ধাবলি, 'The Sacred Wood'. এ গ্রন্থের প্রবন্ধসমূহ নতুন কাব্যাদর্শের পথ প্রস্তুত করে এবং এলিয়টের তৎকালে প্রকাশিত কবিতাগুলি হয়ে ওঠে যেন সেই কাব্যাদর্শের প্রয়োগগত নিদর্শন। তবে বাংলার আধুনিক কবিদের সবচেয়ে বেশি আলোড়িত করেছিল 'The Waste Land', ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫-ই ডিসেম্বর নিউইয়র্কের 'বোনি অ্যান্ড লিভারিট' প্রকাশন সংস্থা থেকে 'The Waste Land' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। লন্ডনের হোগার্থ প্রেস থেকে তা আবার ছেপে বার হয় ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। আমরা অনুমান করতে পারি এই সব গ্রন্থ প্রকাশিত হবার দু-এক বছরের মধ্যেই বাংলার নবীন আধুনিকরা তা সংগ্রহ করে নিতে পেরেছিলেন। ১৯২৫-এ প্রকাশিত হয় এলিয়টের 'Poems, 1909 - 1925' নামে কাব্যগ্রন্থটি। আধুনিক কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বড় 'এলিয়ট-ভক্ত' বিষ্ণু দে এলিয়টের কবিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে শুরু করেন সম্ভবত এই বইটিকে কেন্দ্র করেই। 'অমৃত', ১১ই জুলাই ১৯৬১ সংখ্যায় প্রকাশিত 'কি করে লেখক হলুম' শীর্ষক আত্মজীবনীমূলক রচনায় তিনি লিখেছেন -

> তারপরে এল আকস্মিকভাবে আমাদের পটলডাঙাঁ পাড়ার পুরোনো বই-এর কারবারী ইউসুফ-এর দাক্ষিণ্যে এলিঅটের 'দি সেকরেড উড' আর 'পোয়েমস ১৯২৫'। ... এলিঅট সাহেবের নামটা আগেই জানতুম, কবিতা পড়েছিও গোটা কয় মার্কিন কবিতার সংকলনে। ... তখনও তাঁর বিখ্যাত পত্রিকা 'দি ক্রাইটেরিঅন' চোখে দেখিনি।

বিষ্ণু দে এক্ষেত্রে ঠিক কোন সময়টিকে বোঝাচ্ছেন তা সুনির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করা না গেলেও বিষ্ণু দে-কে লেখা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের '২৫শে বৈশাখ, শুক্রবার, ১৩৩৫'-এর একটি চিঠি

থেকে আমরা জানতে পারি 'Eliot -সম্বন্ধে একটা সারগর্ভ প্রবন্ধের' প্রত্যাশায় বিষ্ণু দে তাঁকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। প্রাথমিক সংকোচ সত্ত্বেও, সুধীন্দ্রনাথ রক্ষা করেছিলেন সে অনুরোধ এবং বিষ্ণু দে-র উদ্যোগে অতুল গুপ্তের সভাপতিত্বে ঘরোয়া এক বৈঠকে আট-দশ জন শ্রোতার সামনে তা পাঠের ব্যবস্থাও করা হয়। এলিয়ট বিষয়ে 'কলকাতার প্রথম আলোচনা বোধহয়'[১] এইটি। সে হল ইংরিজির ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের ঘটনা। আরও পরে কিছু পরিবর্তন ও পরিমার্জনের শেষে সুধীন্দ্রনাথের এ প্রবন্ধ ১৯৩১-এ 'কাব্যের মুক্তি' এই শিরোনামে ছাপা হয়ে বেরোয় 'পরিচয়' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতে। প্রবন্ধ বা আলোচনা-সাহিত্যের মাধ্যমে এলিয়ট-চর্চার সেই বোধহয় শুরু।

কোনো কোনো গবেষক মনে করেন সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনায় 'পরিচয়' পত্রিকার প্রকাশও বাংলায় এলিয়ট প্রভাবের প্রত্যক্ষ প্রতিফলন। এ বিষয়ে সুমিতা চক্রবর্তীর 'সাগর-পারের বাণী : এলিয়ট ও বাংলা কবিতা' প্রবন্ধের কিছু অংশ উদ্ধৃতিযোগ্য :

> ... প্রকাশিত হলো 'পরিচয়' — প্রবন্ধ-নির্ভর, মননমূলক, অন্যজাতের পত্রিকা। টি·এস·এলিয়ট সম্পাদিত 'ক্রাইটেরিয়ন্' (১৯২২) পত্রিকাই ছিলো 'পরিচয়'-এর আদর্শ - একথা বলেছেন অনেকেই। ১৯৩১-এ 'পরিচয়' প্রকাশিত হবার ঠিক আগে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী হয়ে বিদেশ-যাত্রা করেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ ১৯২৯-এ। রবীন্দ্রসঙ্গ ছেড়ে কিছুদিন তিনি ছিলেন আমেরিকা, ইংল্যান্ড ও জার্মানিতে। তখনই এলিয়ট-এর পত্রিকাটি তিনি দেখেছিলেন।[২]

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে বাংলায় এলিয়ট-চর্চার ক্ষেত্রে ১৯২৮-৩১ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দীপ্তি ত্রিপাঠী এই সময়টিকে চিহ্নিত করতে গিয়ে তাঁর 'আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন -

> ... এলিয়টের কাব্য পূর্বে দু-একজন কবি প'ড়ে থাকলেও বাংলা দেশে তার ব্যাপক প্রভাব শুরু হ'ল ১৯৩০ সাল থেকে।

তবে বাংলায় এলিয়ট আসতে শুরু করেন ঠিক কবে নাগাদ তা নির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করা না গেলেও বুদ্ধদেব বসুর একটি স্বীকারোক্তির সূত্রে বাংলা আধুনিক কাব্যসাহিত্যে

এলিয়ট-সংক্রমণের সময়টিকে স্পষ্টভাবে চিনে নেওয়া যায় :

> নরেশী উন্মাদনার অবসানে পাউন্ড আর এলিয়ট একই সঙ্গে বাংলা দেশে পৌঁছল। উনিশ-শো তিরিশের বছরগুলি ভ'রে এ দু-জনের বই কলকাতায় হাতে-হাতে ঘুরেছে, নাম মুখে-মুখে রটেছে; ... বাংলার তরুণ, অনাগত তরুণ কবিদের কানে তখন নূতনের মন্ত্র এ দু-জনেই জপাচ্ছেন, ...।[৩]

কিন্তু বাংলায় এলিয়ট জনপ্রিয় হয়ে ওঠার আগেই রবীন্দ্র-পরবর্তী আধুনিক কবিতার যুগ শুরু হয়ে গেছে। সাহিত্যে নতুন বার্তা নিয়ে 'কল্লোল'(১৯২৩) পত্রিকাকে ঘিরে জেগে উঠছে নতুন যুগ। ধ্বনিত হচ্ছে 'তার নীড়-নির্মাণের মূলমন্ত্র।'[৪] যার সার কথা বিদ্রোহ। কল্লোলপন্থীদের মতে তাঁদের এ বিদ্রোহ মিথ্যা মুখোসের বিরুদ্ধে, ভাবালুতার বিরুদ্ধে, একঘেয়ে রোমান্টিক চর্বিত-চর্বনের বিরুদ্ধে - 'যাকে কল্লোল যুগ বলা হয়, তার প্রধান লক্ষণই বিদ্রোহ, আর সে-বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্যই রবীন্দ্রনাথ।'[৫] 'কালিকলম'(১৯২৬) ও ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'প্রগতি'(১৯২৭) পত্রিকাও এই নতুন যুগের হাওয়ায় পাল তুলেছিল কিছু পরে। সুরের সঙ্গতির দিক থেকে তৎকালীন 'উত্তরা', 'আত্মশক্তি', 'ধূপছায়া', 'সংহতি' ইত্যাদি পত্রিকাও এখানে উল্লেখযোগ্য। বাংলায় এলিয়ট প্রভাব ফেলবার কিছু আগেই জীবনানন্দের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাপালক'(১৯২৭) প্রকাশিত হয়েছে। বইয়ের পদ্য ভূমিকায় জীবনানন্দ জানিয়েছেন যে এ গ্রন্থের অনেক কবিতাই ছাপা হয়েছিল 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'প্রগতি' ও 'বিজলী'-তে, অর্থাৎ রবীন্দ্রপরবর্তী আধুনিক চেতনাসমৃদ্ধ পত্রিকায়। সুধীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছেন তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তন্বী' ১৯৩০-এ। এক্ষেত্রেও এলিয়ট-প্রভাবের প্রশ্ন ওঠে না, কারণ এর অধিকাংশ কবিতাই লেখা হয়েছিল ১৯২০ থেকে ১৯২৬-এর মধ্যবর্তী সময়ে। বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা' ১৯৩০-এ প্রকাশিত হলেও, তার রচনাকাল : ১৯২৬-২৯। এই সব কাব্যগ্রন্থের আধুনিক কবিরা নতুন পথের অনুসন্ধানে উদগ্রীব হয়েছেন। 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'প্রগতি' ইত্যাদি পত্রিকাকে ঘিরে তাঁরা সোচ্চার হতে চেয়েছেন রবীন্দ্রপ্রভাব-মুক্ত নতুন আধুনিকতায় কিন্তু চাইলেও পূর্বযুগের ভাবালুতা, রোমান্টিক উচ্ছ্বাস, আবেগের

অনর্থক আতিশয্য ও বাক্‌বাহুল্যকে কিছুতেই অতিক্রম করে উঠতে পারছিলেন না তাঁরা। সে প্রমাণ তাঁদের প্রথম কাব্যগ্রন্থে প্রভূত। 'কল্লোলে'র তুলনায় আরও আধুনিক মনন-মূলক পত্রিকা 'পরিচয়' প্রকাশিত হবার আগে পর্যন্ত এ টানাপোড়েন চলছিলই। আমাদের ধারণা এলিয়টের 'ক্রাইটেরিয়ন্' পত্রিকা, তাঁর কবিতা ও সাহিত্যতত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত হবার পরেই আধুনিক বাংলা কবিতা যথার্থ পথের সন্ধান পায়, কবিতা হয়ে ওঠে মননধর্মী, চিত্রকল্প-নির্ভর, তির্যক alogical. পূর্বযুগের ভাবালুতা, রোমান্টিক-উচ্ছ্বাসকে অতিক্রম করে, রবীন্দ্রপ্রভাবকে কাটিয়ে উঠবার পন্থা এ যুগের কবিরা এলিয়ট থেকেই আয়ত্ত করে-ছিলেন বলে আমাদের অনুমান। সবচেয়ে বড় কথা কল্লোল যুগের বিদ্রোহের মধ্যে ছিল কিছুটা বা অকারণ বাড়াবাড়ি রকমের অসহিষ্ণুতা। ভাল-মন্দের বিচার ব্যতিরেকে প্রথাসিদ্ধ যা কিছু তারই বিরোধিতা করা, যেন হয়ে উঠেছিল কল্লোলপন্থীদের একটা ফ্যাসান। এ হেন এনার্কি কাটিয়ে নিজস্ব পথে তীর্থে পৌঁছোনোর পরিশীলিত ও মননধর্মী উপায় জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ আধুনিক কবিরা আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন ইংরেজ কবি এলিয়টের সাহিত্যিক সাহচর্যেও, নেতিবাচক বিদ্রোহের গণ্ডি ডিঙিয়ে উত্তরণের ইতিবাচক আদর্শ ও নিজস্ব পথ খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁরা। তাই কবিতা সংক্রান্ত এঁদের গদ্য-আলোচনায় বারংবার এলিয়টের নাম উচ্চারিত হয়েছে। জীবনানন্দের 'কবিতার কথা' গ্রন্থের একাধিক প্রবন্ধে সে দৃষ্টান্ত বর্তমান। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'স্বগত'-এর নানা আলোচনায় আছে এলিয়টের প্রসঙ্গ। আর বিষ্ণু দে-র মধ্যে তা আছে এতো বেশি পরিমাণে যে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন হবে পরবর্তী কোনো অধ্যায়ে। বুদ্ধদেব বসু-ও তাঁর আত্মজীবনী, প্রবন্ধ এবং সাক্ষাৎকারে বহুবার এলিয়টের প্রসঙ্গ তুলেছেন, স্বীকার করেছেন এলিয়টের কাছে তাঁর ঋণের কথা।

আমাদের এ সিদ্ধান্তকে আরও দৃঢ়ভাবে যুক্তি ও তথ্যের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করবার আগে বিচার করে দেখা বিশেষ জরুরি, কবি টি·এস·এলিয়ট তাঁর সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বযুগের প্রবণতাকে অতিক্রম করে, কীভাবে হয়ে উঠলেন আধুনিক কালের উল্লেখযোগ্য কবি।

এলিয়টের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'Prufrock and Other Observations' (1917) প্রকাশিত হবার বেশ কিছু আগেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অনেকগুলি বড় বড় ঘটনা ঘটে গেছে। এর সূত্রপাত ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে ডারউইনের (১৮০৯-১৮৮২) 'Origin of Species' গ্রন্থকে কেন্দ্র করে বিবর্তনবাদের মাধ্যমে - যা প্রথম বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বকে অস্বীকার করল। পরের বড় ঘটনাটি হল মার্কসবাদ। ঐতিহাসিক বিকাশের নিয়মগুলি ব্যাখ্যা করে কার্লমার্কস (১৮১৮ - ১৮৮৩) ও ফ্রিডরিক এঙ্গেলস (১৮২০ - ১৮৯৫) প্রলেতারিয়েতের যে বৈজ্ঞানিক বিশ্ববীক্ষা রচনা করেন তা সারা বিশ্বের সামাজিক - অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিমূলে নাড়া দেয়। এর পর দৃঢ় বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের (১৮৫৬ - ১৯৩৯) মনোবৈজ্ঞানিক মতবাদ। এবং তা তীব্রভাবে আঘাত করেছে সাধারণ মানুষের প্রচলিত পোষাকী যৌনতা সংক্রান্ত নৈতিকমূল্যবোধে। গত দেড়শ বছরে যে তিনটি মতবাদ সারা পৃথিবীকে সবচেয়ে বেশি আলোড়িত করেছিল তা হল ডারউইনের বিবর্তনবাদ, মার্কসবাদ ও মনোবিজ্ঞানে ফ্রয়েডীয়-তত্ত্ব। আরও উল্লেখযোগ্য মার্কস ও ফ্রয়েড এঁরা দুজনেই ডারউইনের মতবাদে রীতিমতো প্রভাবিত হয়েছিলেন। 'The Interpretation of Dreams, 'The Psychology of Everyday life' — ইত্যাদি গ্রন্থে মানুষের প্রকাশমান সচেতন মনের অভ্যন্তরে আর এক অবচেতন মনের হদিশ দিলেন মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড। ১৯১৪ সালে 'On the History of the Psycho-analytic Movement' প্রবন্ধের মাধ্যমে তিনি দাবি করলেন যে তিনিই 'মনঃসমীক্ষণ' পদ্ধতির জনক। প্রতিটি মানুষের ওপরের লোক দেখানো সত্তার আড়ালে যে আর এক অনৈতিক, অবৈধ চিন্তায় পরিপূর্ণ অন্ধকারময় সত্তা লুকিয়ে থাকে, তা অস্বীকার করবার উপায় আর রইল না। নিউটনের পর পদার্থ বিজ্ঞানে সবচেয়ে বড় সাড়া তুললেন আলবার্ট আইনস্টাইন (১৮৭৯ - ১৯৫৫), ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁর আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বে। এই মহাবিজ্ঞানীর চোখের সামনেই ১৯১৪-এ শুরু হয়ে গেল প্রথম মহাযুদ্ধ। ফ্রয়েড ও আইনস্টাইন উভয়েরই বৈজ্ঞানিক মানসে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল এ যুদ্ধ এবং তাঁরা যৌথভাবে তা প্রতিরোধ করবার প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন। যা গুরুত্বপূর্ণ, যুদ্ধ শেষে ১৯১৮ সালের পর থেকে ফ্রয়েড তাঁর নানাবিধ রচনায় যুদ্ধ

সংঘটিত হওয়ার মনোবৈজ্ঞানিক কারণটিকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করেছেন। এলিয়টের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'Prufrock and Other Observations'(1917) প্রকাশিত হবার বছর, ১৯১৭ সালে, লেনিনের (১৮৭০ - ১৯২৪) নেতৃত্বে সোভিয়েত রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হল কার্ল মার্কসের বহু আকাঙ্ক্ষিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ওদিকে নতুন নৃতত্ত্ব নিয়ে অবতীর্ণ হলেন ফ্রেজার।

নতুন বিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্ব, নতুন মনস্তত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব — বিজ্ঞান - অর্থনীতি - সমাজনীতি ও রাজনৈতিক জগতের এ টানাপোড়েনে শিল্প-সাহিত্যে-দর্শনে নব স্পন্দন জাগলো। দেখা দিল নতুন যুগের সম্ভাবনা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আঁচ গায়ে নিয়ে এমন এক প্রেক্ষাপট থেকে উঠে এসেছেন কবি টি.এস.এলিয়ট, তৈরি হয়েছে তাঁর কবিমানস। সে অর্থে আমাদের আধুনিক কবিদের সময়টিও এলিয়টের সময়ের সঙ্গে তুলিত হতে পারে। তৎকালীন সামাজিক -রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বাংলার আধুনিক কবিদের ক্ষেত্রেও ছিল যথেষ্ট উত্তেজক, সংশয় - সংকটপূর্ণ ও নানা বিপরীত টানাপোড়েনে দ্বন্দ্বমুখর। এলিয়টের মতো পরিণত অভিজ্ঞতা নিয়ে এঁরা কেউই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেননি ঠিকই কিন্তু তার পরোক্ষ আঁচ বড় নির্মম ভাবে এঁদের গায়েও লেগেছিল। কারণ মহাযুদ্ধের দুই প্রধান পক্ষের অন্যতম ইংল্যান্ড, আর ভারত তখন বৃটিশ-শাসিত উপনিবেশ। ফলে যুদ্ধ-পরবর্তী প্রতিক্রিয়ায় পদে পদে কাহিল হতে হয়েছে রবীন্দ্র-পরবর্তী আধুনিক কবিদের প্রজন্মকে।

মহাযুদ্ধের সময় থেকেই এদেশে চাকরী দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে। আমেরিকার বাণিজ্য-সংকটে শেয়ার বাজারে যে বিপর্যয় নামে তা বিপন্ন করেছিল আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের অর্থনীতিকেও। বাংলায় এলিয়ট অনুপ্রবেশের সময়টিতে অর্থাৎ ১৯২৯ - ৩০ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাপক অর্থনৈতিক সমস্যায় পীড়িত হচ্ছিল বাঙালির জীবনযাত্রা। এ তথ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে আধুনিক কবিদের প্রায় সকলেই উঠে এসেছিলেন ইংরিজি শিক্ষিত সমৃদ্ধ বর্ণহিন্দু সমাজ থেকে। এঁরা অনেকে ছিলেন জমিদার বা জমির উপসত্বভোগী। অথচ ঘোর সামাজিক বিপর্যয়ে, রাজনৈতিক - অর্থনৈতিক পালাবদলে জমি থেকে এঁদের আয় দ্রুত কমে আসছিল। ১৯২৯-৩০-এ

North Bengal University
Library
Raja Rammohanpur
121221
- 9 NOV 1998

দেখা দিল তীব্র অর্থনৈতিক মন্দা। এই সময়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ফল হিসেবে তৎকালীন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমানরা জনসংখ্যার অনুপাতে সরকারি চাকুরি দাবি করে। ফলে চাকুরির ক্ষেত্রে বর্ণহিন্দু সমাজের যে অবাধ সুযোগ, তা বিঘ্নিত হয়, সীমাবদ্ধ হয়ে আসে তাদের ক্ষেত্র। ওদিকে শিক্ষিতের হার বেড়ে চলেছে কিন্তু কর্মসংস্থানের স্বপ্ন দেখা বৃথা। পেশার খোঁজে গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসছে মানুষ। অভ্যস্ত হয়ে উঠছে নাগরিক সভ্যতায়। একান্নবর্তী মধ্যবিত্ত পরিবার ভেঙে পড়তে চাইছে ধীরে-ধীরে। এ অস্থির সময়ে চারিদিকের আশ্রয়হীনতা, অবক্ষয়, হতাশা ও একাকিত্ববোধে মধ্যবিত্ত জীবন অসহায়। পুরোনো মূল্যবোধ নষ্ট হয়ে গেছে অথচ গড়ে উঠছে না নতুন মূল্যবোধ। আর একদিকে জ্ঞানের রাজ্যে ইউরোপীয় মনীষী ডারউইন, ফ্রয়েড ও মার্কস প্রমুখের নতুন তত্ত্ব এসে ধাক্কা দিচ্ছে মননে ও মেধায়। বলছে যা কিছু পুরোনো ধারণা তা ত্যাগ কর। এই পরিস্থিতিতে নতুন কবিদের আর কিছুতেই আস্থা রাখা সম্ভব হল না বিগত মূল্যবোধের কবি রবীন্দ্রনাথের ইতিবাচক দর্শনে। বাংলাদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থাও এক্ষেত্রে সমান গুরুত্বপূর্ণ।

যুদ্ধ যুদ্ধের কারণকে চিরতরে নির্মূল করবে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে, এই ছিল শুরুর দিকে প্রথম মহাযুদ্ধ সম্পর্কে সকলের বিশ্বাস। গান্ধীজীর মতো অহিংসবাদী নেতাও মনে করেছিলেন এ যুদ্ধে ইংল্যান্ডের সঙ্গে সহযোগিতা ভারতে স্বরাজ আনবে। তাই তাদের জন্য সৈন্য সংগ্রহে সচেষ্ট হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু অচিরেই সে মোহভঙ্গ ঘটল বিশ্ববাসীর। মোহভঙ্গ ঘটল ভারতবর্ষেরও। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বরে স্বরাজের পরিবর্তে মিলল মন্টেগু চেমসফোর্ডের সংস্কার পরিকল্পনা। জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকান্ড, দমনমূলক রাউলাট আইন মর্মাহত করল গান্ধীজীকে। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে অসহযোগের পথ দেখালেন তিনি। আমাদের রাজনৈতিক স্থবিরতা গতি পেল সহসা।

> এরকম শ্রেণী নির্বিশেষে, জাতিধর্ম নির্বিশেষে, এমনকি স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে গণ-আন্দোলন ভারতবর্ষের মানুষের প্রথাবিষ্ট দৃষ্টিতে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনল। যে স্ত্রী-স্বাধীনতা ব্রাহ্ম-সমাজের সংকীর্ণ গোষ্ঠীতে সীমাবদ্ধ ছিল তা প্রসারিত হয়ে পড়ল সর্বত্র।[৬]

এ আন্দোলনে দেশবাসীর মন যখন উত্তাল তখন চৌরিচৌরায় তা হিংসাত্মক রূপ নেওয়ায় গান্ধীজী আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন। দেশের যুবসমাজ গভীর হতাশায় ডুবে গেল আবার। ১৯৩০-এ আইন অমান্য আন্দোলনকে আশ্রয় করে যখন আর এক বার রাজনৈতিক উন্মাদনার জোয়ার এলো, সেই সময়েই অপর দিকে যাত্রা শুরু করছিল সহিংস বিপ্লবীদের নেতৃত্বে সন্ত্রাসবাদী রাজনীতি। এই দুয়ের দ্বন্দ্বে রবীন্দ্রনাথের ত্রিশঙ্কু অবস্থা। কোনো পথকেই মন থেকে মেনে নিতে পারছিলেন না তিনি। আমাদের রাজনীতি আর এক যাত্রা পেল ১৯২৭ - ২৮ সালে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়। চারিদিকে দ্বন্দ্ব, বিপরীত মতের টানাপোড়েন, হতাশা, প্রশ্নসঙ্কুলতা, বঞ্চনাবোধ — এ অবস্থায় জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে ও আরও অনেক কবি পুরোনো সাহিত্যাদর্শের প্রতি আর আস্থা রাখতে পারলেন না। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রভাবিত হলেও, পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, নজরুলকে ছাড়িয়ে তাঁরা আর এক আদর্শ গ্রহণের তাগিদ অনুভব করলেন। এলিয়ট যেমন তাঁর যুগের সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে তাঁর ঠিক পূর্ববর্তী যুগের জর্জিয়ান কবিদের প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, রোমান্টিকতার প্রতি দেখিয়েছিলেন তীব্র অনীহা, আমাদের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্র-বিরোধিতার মধ্যে যেন একই ঘটনা অনুষ্ঠিত হতে দেখলাম। তাঁর ঠিক পূর্ববর্তী যুগের জর্জিয়ান কবি রবার্ট ব্রিজেস (১৮৪৪ - ১৯৩০), উইলিয়াম ওয়াটসন (১৮৫৮ - ১৯৩৫), ওয়াটস্-ডানটন (১৮৩৬ - ১৯১৪), এডমান্ড গস্ (১৮৪৯ - ১৯২৮), জন ডেভিডসন (১৮৫৭ - ১৯০৯) প্রভৃতি কবিদের প্রভাবকে গায়ে মাখতে চাইলেন না অতি আধুনিক এলিয়ট। ১৯১০ সালের পরবর্তী কালের, অর্থাৎ রাজা পঞ্চম জর্জের আমলের এই সব মাঝারি কবিদের মধ্যে ছিলেন ডি লা মেয়ার (১৮৭৩ - ১৯৫৬), মেসফিল্ড (১৮৭৮ - ১৯৬৭), স্টার্জ মুর-এর (১৮৭০ - ১৯৪৪) মতো উৎকৃষ্ট কবিও। তাঁদেরও আদর্শ বলে মনে হল না এলিয়টের। তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য হলেন না প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শহীদ সৈনিক কবি ব্রুক (১৮৮৭ - ১৯১৫) বা আওয়েন (১৮৯৩ - ১৯১৮)। ১৮৮৯ থেকে ১৯০৯, উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস-এর কাব্যজীবনের প্রথম পর্বও যে জর্জিয়

প্রভাবমুক্ত নয়, তা এলিয়টের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল না। জীবিতকালে অবহেলিত কবি হপকিন্সের (১৮৪৪-৮৯) কবিতার আধুনিকতার প্রতি ক্ষণিক আকৃষ্ট হয়েও সেখানে যেন স্থিত হতে পারলেন না এলিয়ট। ফুল-পাখি-প্রেম-প্রকৃতি-বার্ধক্য-শৈশব ও সুপুরুষগত, এমনকি যুদ্ধকে নিয়ে লেখা জর্জিয় কবিদের কবিতা পড়ে এলিয়টের মনে হল, প্রি-র‍্যাফে-লাইট কবিদের প্রভাবকে অঙ্গে মেখেই জর্জিয়ানরা যেন প্রকৃতপক্ষে রোমান্টিক কাব্যধারারই অনুবর্তন করে চলেছে। তাই বিশ্বের দরবারে হাত পাতলেন তিনি। গুরু হিসেবে স্বীকার করে নিলেন বোদলেয়ার, লাফোর্গ, র‍্যাঁবো প্রভৃতি কবিকে। এলিয়ট তাঁর পূর্বযুগের প্রবণতা থেকে যুক্তি পেতে যে কারণে আঁকড়ে ধরেছিলেন এইসব symbolist ফরাসী কবিদের, আমাদের আধুনিক কবিরাও একই কারণে রাবীন্দ্রিক রোমান্টিকতা থেকে যুক্তি পেতে গ্রহণ করলেন মূলত এলিয়টকে। এ বিষয়ে আরও কিছু কথা বলা প্রয়োজন। ইউরোপীয় সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কিছু আগে থেকেই ইয়োরোপের মনন, শিল্প, সাহিত্যে পালাবদলের ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠছিল, বিশেষ করে কথা সাহিত্যে। অবশ্য কবিতার ক্ষেত্রে ফ্রান্সে শার্ল বোদলেয়ার (১৮২১-১৮৬৭), র‍্যাঁবো (১৮৫৪-১৮৯১) ও লাফোর্গ (১৮৭৬-১৯৪৭) প্রমুখ কবিদের কবিতায় আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছিল অনেক আগে থেকেই। কিন্তু যুদ্ধের বিভীষিকা ইংরিজি কবিতার কল্প-রাজ্যেও পালাবদলের ইঙ্গিতকে সুস্পষ্ট করল। গজদন্ত মিনার থেকে নেমে আসতে বাধ্য হলেন কবিরা। মার্কিন দেশাগত এলিয়টের, পৌণঃ এজরা পাউন্ডের আবির্ভাবে অবসান ঘটল পূর্বযুগের। উল্লিখিত ফরাসী কবিদের কাছে ইতিমধ্যে কথা বলবার নতুন ভঙ্গিটি খুঁজে পেয়েছিলেন এলিয়ট। তাই বিকেলের অস্তায়মান সূর্যের আবির-ঢালা আকাশ দেখে এলিয়টের মনে হল, 'Sky like a patient etherised upon a table' এই অস্থির সামাজিক পরিস্থিতিতে মহামূল্যবান জীবনকেও এ কবি মনে করলেন অনিশ্চিত, ক্ষণভঙ্গুর, কফির মতোই তুচ্ছ, যাকে নাকি চামচ দিয়ে মেপে ফেলা যায় - 'I have measured out my life with coffee spoons;' টালমাটাল যুগের বিভ্রান্ত কবি উপলব্ধি করলেন :

Between the desire
And the Spasm
Between the potency
And the existence
Between the essence
And descent
Falls the Shadow

(The Hollow Men)

আনন্দবর্জিত, নেতিবাচক দুনিয়ায় জীবনকে ক্লান্তিকরভাবে দীর্ঘ মনে হল এ কবির, 'Life is very long', 'Aunt Helen' -এর মতো মূল্যবোধহীনতার কবিতা লিখলেন তিনি।

এলিয়টের প্রথম দিকের কবিতায় ফরাসী কবিদের প্রভাব স্বীকার করে নিয়েছেন পৃথিবীর সব সমালোচকই। এলিয়ট নিজেও এর সমর্থনে ইন্ধন যুগিয়েছেন, তাঁর 'Donne in Our Time' প্রবন্ধে। বোদলেয়ার ছিলেন তাঁর প্রথম পথপ্রদর্শকদের একজন। এঁর কাছেই তিনি নিজের যুগকে ঠিকমতো বুঝতে শিখেছিলেন। শাহরিক চাকচিক্য ও আড়ম্বরের তলায় যে ক্লেদ, যুগের কুশ্রীতা ও যন্ত্রণা, তা প্রকাশের উপযোগী ভাষাটি আয়ত্ত করে-ছিলেন এলিয়ট এই ফরাসী কবির কাব্য-সান্নিধ্যে। বোদলেয়ারের কাছেই তিনি শিখেছিলেন কিভাবে এ যুগের উপযোগী 'Counter-romantic' কবিতা লিখতে হয়। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে আর্থার সাইমন্স-এর লেখা একটি বই তাঁর কবি জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। বইটি 'The Symbolist Movement in Literature'; এখানেই তিনি বোদলেয়ার, সেই সঙ্গে আরও চারজন ফরাসী কবি লাফোর্গ, করবিয়ার, র‍্যাঁবো এবং ভেরলেইনের কবিতার সঙ্গে পরিচিত হন। বিশেষ করে লাফোর্গ সম্পর্কে এলিয়ট লিখেছেন,

> the first to teach me how to speak, to teach me the poetic possibilities of my own idiom of speech.

রোমান্টিকতায় অভ্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও লাফোর্গের কবিতায় ছিল ব্যঙ্গ বা irony, গতানুগতিক চিন্তার প্রতি উপহাস। এলিয়টের ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কবিতায়, বিশেষ করে 'Prufrock and Other Observations' - এ এই ফরাসী কবির প্রতিধ্বনি সুস্পষ্ট।

এলিয়ট প্রসঙ্গে যে ইংরেজ কবির নাম বহু উচ্চারিত তিনি হলেন সপ্তদশ শতাব্দীর Metaphysical কবি জন ডান। এলিজাবেথীয় যুগের অলঙ্কারবহুল কাব্যভাষা ডানের হাতে পরিমার্জিত ঋজু রূপ ধারণ করে নবজন্ম লাভ করেছিল। তবু তিনি ছিলেন দীর্ঘকাল অবহেলিত, আধুনিক কাব্য জগতে তাঁর পুনঃপ্রতিষ্ঠা টি.এস.এলিয়টের হাতে। এলিয়টের ঐতিহ্য-সচেতন মন ডানের সময়ের অস্থিরতার সঙ্গে নিজের যুগের একটা সাধারণ সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিল হয়তো বা। পিউরিটান ও রাজশক্তির দ্বন্দ্ব ১৬৩০-৪০ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ডকে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও গৃহবিপ্লবে ক্ষতবিক্ষত করেছিল। পিউরিটানরা ১৬৪৯ সালে প্রথম চার্লসকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে রাজশক্তির বিরুদ্ধে তাঁদের ঘৃণাকে জাহির করেছিল ভয়ঙ্করভাবে । দেশের এই সঙ্কটে দলে-দলে দেশান্তরী হয়েছে মানুষ। এমন অস্থির সময়ের কবি ডান। তাই অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর রোমান্টিক কবিদের সঙ্গে স্বাজাত্য বোধ করেননি এলিয়ট। মিল্টন (১৬০৮- ১৬৭৪) ও ড্রাইডেনের (১৬৩১ - ১৭০০) কবিতায় তিনি লক্ষ করলেন 'dissociation of sensibility' অর্থাৎ চিন্তা ও আবেগের লাগসই মিলনের অভাব। বরং ডানের কাব্যের ব্যঙ্গ ও বুদ্ধিগ্রাহ্যতা, চিন্তা ও আবেগের অবিচ্ছিন্ন লাগসই মিশ্রণ, এলিয়টের ভাষায়, ডানের কাব্যের 'Unification of sensibility', তাঁকে মুগ্ধ করেছিল।

এইভাবে নিজের মানস প্রবণতা ও মর্জি-মাফিক কবিদের কাছে গ্রহণপর্ব সমাধা করে নতুন যুগের আধুনিক কবি টি.এস.এলিয়ট উঠে এলেন, তাঁর সুরটিকে তখন ঠিক আজকের

বলে চিনে নেওয়া গেল সহজেই। ফলে নতুন আদর্শের অন্বেষণে উদগ্রীব বাংলার আধুনিক কবিরা এলিয়ট দ্বারা আকৃষ্ট না হয়ে পারলেন না। এজন্য আর এক আধুনিক কবির কাছেও ঋণ-স্বীকার করতে আমরা বাধ্য। তিনি এজরা পাউন্ড। পাউন্ডকে আমরা কতো বড় কবি বলে মেনে নেব তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায়না যে তাঁর অবর্তমানে আধুনিক ইংরিজি কবিতার জন্ম বিলম্বিত হতো। এ বিষয়ে 'The Modern World Ten Great Writers' গ্রন্থে ম্যালকম ব্যাডবেরি সুন্দর মন্তব্য করেছেন :

> He was himself one of the great poets (there is dispute as to how great, but he is undeniably a major writer) of the first quarter of the twentieth century, when the entire verse-tradition in the English language was upturned, to a large extent under his influence. He was also one of the great entrepreneurs of change, an organizer, friend, guide and promoter for many of the radical new writers ...[৭]

এই 'radical new writer' -দের মধ্যে এলিয়ট অন্যতম। ১৯০৮-১৯১২ সাল নাগাদ টি.ই.হিউমের নেতৃত্বে Imagist কবিতার আন্দোলন দানা বেঁধেছিল। পরে এ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন কয়েকজন আমেরিকান ও ব্রিটিশ কবি। তাঁরা হলেন এজরা পাউন্ড, এমি লাওয়েল, হিল্ডা ডুলিট্‌ল ও তাঁর স্বামী রিচার্ড অ্যালডিংটন এবং এফ.এস. ফ্লিন্ট। ১৯০৯ সালে এই দলে যোগ দিয়েছিলেন পাউন্ড। তাঁরই প্রভাবে প্রতীকী কবিতার জগৎ থেকে চিত্রকল্পাশ্রিত Imagist কবিতার জগতে সরে এসে এলিয়ট খুঁজে পেলেন নিজস্ব 'Poetic diction', নিজস্ব আকাশে মুক্তি পেল তাঁর কবিতার ডানা। অর্জিয়ান

কবিতার ঝোঁক কাটিয়ে এই শুরু হল আধুনিক যুগের -

> T.S.Eliot's Prufrock(1917), which may be said to have inaugurated modern poetry .... [৮]

ইংরিজি কবিতা জগতের এই সামান্য ঘটনাবলি বাংলা আধুনিক কবিতায় যে কী অসামান্য প্রভাব ফেলেছিল তা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করতে হয়। রবীন্দ্রনাথের পর সবচেয়ে বড় কবি জীবনানন্দ, এ সত্য মেনে নিতে আজ আমরা অভ্যস্ত। জীবনানন্দের কবিতায় চিত্রকল্প বা Image -এর স্থান যে কতোটা অংশ জুড়ে ডঃ শ্যামলকুমার ঘোষের লেখা 'কবিতায় চিত্রকল্প কবি জীবনানন্দ দাশ' গবেষণা গ্রন্থটি পাঠ করলে আমরা উপলব্ধি করতে পারব। ইমেজের প্রতি এ গভীর ও সচেতন অনুরাগ কিন্তু জীবনানন্দে এলিয়টের মাধ্যমেই সংক্রামিত হয়েছিল, এমন এক দূর সম্ভাবনা থেকে যায়। সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু ও অমিয় চক্রবর্তীর ক্ষেত্রেও একই কথা। Imagism থেকেই উঠে এসেছিল এলিয়টের বিখ্যাত আলোড়ণ-সৃষ্টিকারী 'Objective correlative' তত্ত্ব। এ তত্ত্বের দ্বারাও আমাদের আধুনিক কবিরা যে কী গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন তা পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা বিচার করে দেখবার সুযোগ পাব। এলিয়ট যেমন তাঁর Hamlet (1919) প্রবন্ধে সেক্সপীয়রের, 'Milton Two Studies' পুস্তিকায় তাঁর পূর্বযুগের কবি মিল্টনের অথবা 'Donne in our Time' -এ সপ্তদশ শতাব্দীর কবি ডানের পুণর্মূল্যায়ন করবার চেষ্টা করেছেন, আমাদের আধুনিক কবিদের ক্ষেত্রেও এ লক্ষণ দেখা গেছে এবং তা অনেকাংশে এলিয়ট দ্বারা সংক্রামিত এতে সন্দেহ নেই। বুদ্ধদেব বসুর 'মাইকেল' প্রবন্ধে অনেক সমালোচকই এলিয়টের 'Milton Two Studies' -এর ছায়া লক্ষ করেছেন। এলিয়ট যেমন তাঁর পূর্বযুগের কবি ব্যঙ্গপ্রবণ ডানকে আধুনিক কালে প্রতিষ্ঠা দেবার চেষ্টা করেছিলেন নতুন দৃষ্টি কোণ থেকে, বিষ্ণু দে-র ক্ষেত্রেও আমরা সে প্রবণতা লক্ষ করি বিদ্রূপপ্রিয় প্রতি-রোমান্টিক কবি 'ঈশ্বর গুপ্ত' শীর্ষক প্রবন্ধে। এলিয়টের 'Milton' ও বিষ্ণু দে-র প্রবন্ধ 'মাইকেল' একের প্রবর্তনায় অপরটি এমন মনে হওয়া অযৌক্তিক নয়। রবীন্দ্রনাথের

থেকে সরে আসতে গিয়ে তাঁকে আক্রমণ করে যুক্তিহীনভাবে খারিজ করবার প্রবণতা ত্যাগ করে ক্রমশ বুদ্ধদেব, সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে যে তাঁকে নতুনভাবে আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবার ও আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছেন বিভিন্ন গ্রন্থে ও প্রবন্ধে, এর পিছনেও এলিয়টের মননধর্মী-বলিষ্ঠ-পরিশীলিত কাব্যতত্ত্বের আপাত অদৃশ্যমান প্রভাব থাকা অসম্ভব কিছু নয়। আমাদের আধুনিক কবিরা এলিয়টের কবিতা যেমন আগ্রহ নিয়ে পাঠ করেছিলেন সেই সঙ্গে তাঁরা একই অনুরাগে চর্চা করেছেন ১৯২০ সালে প্রকাশিত এলিয়টের 'The Sacred Wood' গ্রন্থের প্রবন্ধাবলি যা এলিয়টের তৎকালীন নতুন কবিতার কাব্যাদর্শগত তত্ত্বের ব্যাখ্যা। আলোচ্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'Tradition and the Individual Talent' আলোচনাটি বাংলার কবিদের যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। তার প্রমাণ সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'সুপ্ত' গ্রন্থের দুটি প্রবন্ধ, 'কাব্যের মুক্তি'(১৯৩০) এবং 'ঐতিহ্য ও টি·এস·এলিয়ট'(১৯৩৪)।

আজকের কবিতা ঠিক কীভাবে লেখা হবে, কী হবে তার আঙ্গিক, ভাষারীতি, কীভাবে সংযত করতে হয় উচ্ছ্বসিত আবেগকে, [redacted] কাব্যবিচারের মাপকাঠি আজ কি হওয়া উচিত, অগ্রজ কবিদেরই বা আমরা আজ কোন আলোয় কীভাবে দেখব এ শিক্ষা আমাদের কবিরা প্রথম যৌবনে মূলত এলিয়ট থেকেই গ্রহণ করেছিলেন। ওয়াকিবহাল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করবেন, এলিয়টের সমালোচনা প্রবন্ধাবলি বাংলার কবিদের কাব্যবোধ ও আধুনিক কবিতার সমালোচনার ধারাকে কোন খাতে বইয়ে দিয়েছিল সে বিষয়ে আর এক আলাদা গ্রন্থ প্রণয়ন সম্ভব। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। তবে আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে যে ঐতিহ্যমনস্কতা, ঐতিহ্যের পুনর্মূল্যায়ন প্রবণতা, বিশ্বের বিভিন্ন জ্ঞানভাণ্ডার, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য থেকে সচেতন গ্রহণ, ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের প্রভাবে অবচেতন মনের ক্রিয়াকে প্রশ্রয় দেওয়ার কারণে চিন্তার অসংলগ্নতা, মননধর্মিতা, ইতিহাস সচেতনতা (বিশেষ করে জীবনানন্দের কাব্যে)— এ এলিয়টের 'The Sacred Wood' গ্রন্থের প্রবন্ধাবলি ও তাঁর প্রথম পর্বের কবিতার প্রভাব বলে আমরা মনে করি। মূলত: এলিয়টের কাব্য থেকে আধুনিক কবিদের মধ্যে দানা বেঁধেছিল নগরকেন্দ্রিক যান্ত্রিক সভ্যতার অভিঘাতজনিত যন্ত্রণা,

জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ক্লান্তি ও নৈরাশ্যবোধ, সুবিরোধ ও অনিকেত (rootless) মনোভাব, প্রচলিত প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ প্রেয়, সুন্দর, কল্যাণ ইত্যাদি সম্পর্কে সংশয়বোধ। বাংলা আধুনিক কবিতার দুরূহতা ও দুর্বোধ্যতাও এলিয়টের প্রশ্রয়েই অনেক অংশে চর্চিত হয়েছে, এজন্যে এলিয়ট যে অনেকটা দায়ী, এতে সন্দেহ নেই।

পরবর্তী অধ্যায়ে উদাহরণসহ আমরা বুঝবার চেষ্টা করব এলিয়টের কাব্যাদর্শের প্রবর্তনা ও তাঁর কবিতা বাংলা আধুনিক কাব্যের মৌলিক ধারাকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল।

: তথ্যপঞ্জি :

১. দীপ্তি ত্রিপাঠী, আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রকৃতি ও পটভূমি, আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দে'জ সংস্করণ, জানুয়ারী ১৯৭৪, পৃ.৪৩

২. সুমিতা চক্রবর্তী, সাগরপারের বাণী, তাপস বসু সম্পাদিত টি.এস.এলিয়ট বাঙালী মন ও মননে, জীবনানন্দ আকাদেমি, ১৩৯৭, পৃ.৪০

৩. বুদ্ধদেব বসু, 'পাউন্ড প্রসঙ্গে আরো', 'কবিতা', চৈত্র ১৩৫৫ (এখানে উদ্ধৃতিটি নেওয়া হয়েছে দীপ্তি ত্রিপাঠীর 'আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়' গ্রন্থ থেকে), পৃ.৪২

৪. অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, কল্লোল যুগ, ডি.এম.লাইব্রেরী, ১৩৬৬, পৃ.৩

৫. বুদ্ধদেব বসু, রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক, সাহিত্য চর্চা, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬, পৃ.১২৬

৬. দীপ্তি ত্রিপাঠী, আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রকৃতি ও পটভূমি, আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত প্রথম দে'জ সংস্করণ, জানুয়ারী ১৯৭৪, পৃ.১২

৭. Malcolm Bradbury, The Modern World Ten Great Writers, First Indian Reprint, 1989, p.5.

৮. Douglas Bush, English Poetry, First edition, 1952, London, P.195.